দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 10 OCT 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ

একটি বেসরকারী সংস্থা ঢাকার উত্তরা মডেল টাউনে মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপন করেছে। দেশে এটিই হচ্ছে প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল। বর্তমান শিক্ষা বর্ষে এই কলেজে ৫০ জন ছাত্রী ভর্তি করা হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার আনুষ্ঠানিকভাবে দেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। উদ্বোধনী ভাষণে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, দেশে বেসরকারী মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার মধ্যদিয়ে বর্তমান সরকারের স্বাস্থ্য খাতকে অগ্রাধিকার প্রদান, নারী সমাজের কল্যাণ সাধন ও দেশের উন্নয়নে সরকারী উদ্যোগের পরিপূরক হিসেবে বেসরকারী উদ্যোগের নীতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। বর্তমান সরকার ব্যক্তি ও বেসরকারী উদ্যোগকে স্বাগত জানায়। কারণ, সীমিত সম্পদ নিয়ে সরকারের একার পক্ষে রাতারাতি সব কিছু করা সম্ভব নয়। মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন স্থাপিত মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল দেশের স্বাস্থ্য, শিক্ষার মান বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

দেশের প্রথম মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল উদ্বোধন করতে গিয়ে দেশের স্বাস্থ্য খাতসহ অন্যান্য খাতে সরকারী প্রয়াসের পাশাপাশি বেসরকারী উদ্যোগের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি নির্জলা সত্যকে তুলে ধরেছেন। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের সার্বিক উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী উভয় খাতেই আন্তরিকভাবে প্রয়াস চালাতে হয়। তাহলেই জাতি সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে উন্নতির শীর্ষে পৌঁছতে পারে। কিন্তু, দুঃখজনক হলেও বলতে দ্বিধা নেই যে, আমাদের দেশের স্বাস্থ্য খাত চরমভাবে অবহেলিত হয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মত চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। কিন্তু, আমাদের দেশের মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালগুলোতে তার ছোঁয়াছ লাগেনি। এ কারণে এ দেশের মানুষকে উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে যেতে হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, দেশের কোন কোন হাসপাতালে ডাক্তার থাকেতো নার্স নেই, নার্স থাকেতো ডাক্তার নেই। আবার ডাক্তার ও নার্স থাকলেও ওষুধ থাকে না। অথবা বিদ্যুৎ আছেতো পানি নেই বা পানি থাকেতো বিদ্যুৎ থাকে না এমনকি অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিকৎসা সরঞ্জামাদির অভাবে সুচিকিৎসা করা সম্ভব নয় বলে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে অভিযোগ পাওয়া যায়। চিকিৎসার ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা দূর করতে হবে। এ ব্যাপারে সরকারকেই উদ্যোগী ভূমিকা পালন করতে হবে।

আমাদের দেশে রোগ-ব্যাধির প্রকোপের ফলে রোগীর সংখ্যা যে হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে তুলনায় হাসপাতালের সংখ্যা নিতান্ত অপ্রতুল। এ ক্ষেত্রে নব প্রতিষ্ঠিত মহিলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এক প্রশংসনীয় সংযোজন। দেশের বিভিন্ন এলাকায় বেসরকারী উদ্যোগে এ ধরনের সেবামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হলে চিকিৎসা বিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের নারী সমাজ অগ্রণী ভূমিকা রাখতে পারবে।

প্রসঙ্গতঃ এখানে আরো উল্লেখ করা যায় যে, দেশে বর্তমানে বেসরকারী খাতে শিল্পায়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে এবং এজন্য বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। অনুরূপভাবে বেসরকারী খাতে যৌথ উদ্যোগে যদি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেয়া হয় তাহলে আমাদের দেশের চিকিৎসার মান দ্রুত উন্নতি লাভ করবে বলে অভিজ্ঞ মহল মনে করেন। দেশের বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টি বিবেচনার জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকল মহলের কাছে অনুরোধ জানাই।

19